পলিসি ব্রিফ
৬৩ / ২০১৭

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

বাংলাদেশের অধস্তন আদালত ব্যবস্থা: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

ভূমিকা

বাংলাদেশের বিচারিক কাঠামোয় অধস্তন আদালতসমূহ বিচারিক সেবা প্রদানের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্তর। দেশের মোট মামলার বেশিরভাগই এই অধস্তন আদালতগুলোতে বিচারাধীন রয়েছে। আদালত ব্যবস্থার কার্যকরতা বৃদ্ধি ও সাধারণ জনগণের ন্যায়বিচার প্রাপ্তি নিশ্চিত করার স্বার্থে অধস্তন আদালত ব্যবস্থায় সুশাসনের ঘাটতিসমূহ চিহ্নিত করে সেগুলো দূর করা অত্যন্ত জরুরী। টিআইবি বিচার ব্যবস্থার গুরুত্ব বিবেচনায় দীর্ঘদিন যাবৎ দেশের বিভিন্ন আদালত ও বিচারিক সেবা খাত নিয়ে গবেষণা এবং তার আলোকে অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এ সকল কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় এবং অধস্তন আদালত ব্যবস্থায় বিরাজমান চ্যালেঞ্জ চিহ্নিতকরণ ও তা থেকে উত্তরণের উপায় অনুসন্ধানের মাধ্যমে এ ব্যবস্থায় সুশাসন নিশ্চিতকরণে সহায়ক ভূমিকা পালনের উদ্দেশ্যে টিআইবি "বাংলাদেশের অধস্তন আদালত ব্যবস্থা: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়" শীর্ষক একটি গবেষণা পরিচালনা করেছে। গবেষণা প্রতিবেদনটি ২০১৭ সালের ৩০ নভেম্বর প্রকাশ করা হয়। এই গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে অধস্তন আদালতের সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে পেশাগত উৎকর্ষ বৃদ্ধি, স্বাধীনভাবে ও প্রভাবমুক্ত হয়ে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা, জনআস্থা বৃদ্ধি এবং সর্বোপরি আদালত ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও শুদ্ধাচারসহ সুশাসন নিশ্চিতে সহায়ক হিসেবে এই পলিসি ব্রিফ উপস্থাপন করা হল।

গবেষণার উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ

উল্লিখিত গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী নানা সীমাবদ্ধতা ও প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও অধস্তন আদালতগুলো সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। সার্বিকভাবে আদালতের কার্যকরতা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন পদক্ষেপ থাকলেও আদালত ব্যবস্থায় সুশাসন নিশ্চিতে এখনও অনেক চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। অধস্তন আদালতের ওপর একইসাথে সুপ্রীম কোর্ট রেজিস্ট্রি এবং আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান রয়েছে যা কিছু ক্ষেত্রে প্রশাসনিক কাজে দীর্ঘসূত্রতা, প্রশাসনিক দ্বন্দ্ব, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিতের ক্ষেত্রে ঝুঁকি সৃষ্টি করছে। এছাড়া অধস্তন আদালত ব্যবস্থায় অবকাঠামো, লজিস্টিকস, বাজেট, জনবল ও প্রশিক্ষণ, কার্যকর জবাবদিহিতা, শুদ্ধাচার এবং স্বচ্ছতার ক্ষেত্রে কিছু ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে। এসব কারণে কিছু ক্ষেত্রে বিচার ও প্রশাসনিক কাজ ব্যাহত হচ্ছে এবং মামলা সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজে বিভিন্ন অংশীজনদের মধ্যে যোগসাজশের মাধ্যমে ঘুষ বা নিয়ম বহির্ভূত অর্থের লেনদেনসহ নানাবিধ দুর্নীতি ও অনিয়ম সংঘটিত হচ্ছে এবং বিচারপ্রার্থীদের নানাবিধ হয়রানি ও ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে। দুর্নীতির কারণে একদিকে মামলার দীর্ঘসূত্রতা আর মামলার দীর্ঘসূত্রতার ফলে দুর্নীতি বৃদ্ধি, সর্বোপরি সুশাসনের ঘাটতির কারণে অনেক ক্ষেত্রে বিচারপ্রার্থীদের ন্যায়বিচারে অভিগম্যতা ব্যাহত হচ্ছে।

সুপারিশ

বাংলাদেশের অধস্তন আদালত ব্যবস্থায় উপরোক্ত চ্যালেঞ্জ বিবেচনায় টিআইবি নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ পেশ করছে:

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি:

১. অধস্তন আদালতের নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান এককভাবে সুপ্রীম কোর্টের ওপর ন্যস্ত করতে হবে এবং বিচারকদের প্রভাবমুক্ত থেকে স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালনের পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে;

২. প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আইন প্রণয়ন ও আইনি সংস্কার নিশ্চিত করতে হবে;

৩. যথাযথভাবে চাহিদা নিরূপণ সাপেক্ষে অধস্তন আদালতগুলোর জন্য পর্যাপ্ত আর্থিক বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে – বিভিন্ন ভাতা সময়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে হবে;

৪. দেশের সকল অধস্তন আদালতের জন্য পর্যাপ্ত জনবল, অবকাঠামো, লজিস্টিকস ও আধুনিক প্রযুক্তিগত সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে;

- জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতগুলোর জন্য পৃথক ভবন নির্মান দ্রুততার সাথে সম্পন্ন ও অন্যান্য আদালত ভবনের প্রয়োজনীয় সংস্কার ও সম্প্রসারণ নিশ্চিত করতে হবে
- যথাযথভাবে চাহিদা নিরুপন সাপেক্ষে অধস্তন আদালতগুলোর জন্য পর্যাপ্ত আর্থিক বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে এবং বাজেট প্রণয়নে অধস্তন আদালতগুলোর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে
- অধস্তন আদালতগুলোর জন্য পর্যাপ্ত লজিস্টিকস (বিশেষ করে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় ফর্মসের সরবরাহসহ অন্যান্য) নিশ্চিত করতে হবে
- বর্তমান সময়ে মামলার আধিক্য ও কাজের চাপের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিভিন্ন পর্যায়ে প্রয়োজনীয় দক্ষ জনবল নিয়োগ দিতে হবে

৫. বিচারকদের নিয়োগ প্রক্রিয়া দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করতে হবে;

৬. অধস্তন আদালতের সহায়ক কর্মচারীদের নিয়োগ স্বচ্ছ ও দুর্নীতিমুক্ত করতে হবে;

৭. রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীদের নিয়োগ স্বচ্ছ এবং রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করতে হবে;

৮. বিচারক, কর্মচারী ও রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এবং প্রশিক্ষণ পাওয়ার ক্ষেত্রে সমান সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে – বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে

স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ:

৯. অধস্তন আদালতের কার্যক্রমে তথ্যের উন্মুক্ততা নিশ্চিতের ব্যবস্থা করতে হবে। এ লক্ষ্যে আদালত প্রাঙ্গণে নাগরিক সনদ প্রবর্তন, পূর্ণাঙ্গ তথ্য ও পরামর্শ কেন্দ্র স্থাপনের ব্যবস্থা করতে হবে;

১০. সকল অধস্তন আদালতের জন্য সমন্বিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে হবে;

১১. নিয়মিত বাৎসরিক নিরীক্ষা সম্পন্ন করতে হবে। নিরীক্ষা প্রতিবেদন ও স্বপ্রণোদিত বাৎসরিক হিসাব ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে

জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ:

১২. অধস্তন আদালতের কার্যক্রম এবং সংশ্লিষ্ট বিচারক, কর্মচারী ও রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীদের আচরণ ও কার্যক্রমের নিয়মিত তদারকি নিশ্চিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে-

- প্রতিবছর হাইকোর্ট কর্তৃক অধস্তন আদালত পরিদর্শন বা আকস্মিক পরিদর্শন বৃদ্ধি করতে হবে;
- অধস্তন আদালতের বিভিন্ন কার্যালয় (যেমন- নেজারত, রেকর্ডরুম, নকলখানা, মালখানা ইত্যাদি) নিয়মিত পরিদর্শন ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে;
- বিচারক এবং আদালত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আয় ও সম্পত্তির বিবরণ প্রতি বছর বাধ্যতামূলকভাবে প্রকাশ এবং হালনাগাদ করতে হবে;

১৩. অধস্তন আদালতের সহায়ক কর্মচারীদের জন্য পৃথক আচরণবিধি প্রণয়ন করতে হবে;

১৪. আইনজীবীদের জবাবদিহিতা বৃদ্ধিতে বার কাউন্সিল, স্থানীয় আইনজীবী সমিতি ও স্থানীয় বিচারিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়মিত তদারকি ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে;

১৫. প্রত্যেক জেলার আদালত প্রাঙ্গণে অভিযোগ বাক্স স্থাপন, অভিযোগ লিপিবদ্ধ করার রেজিস্টার সংরক্ষণ এবং অভিযোগ সমাধানে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে

শুদ্ধাচার চর্চা নিশ্চিতকরণ:

১৬. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে অন্তর্ভুক্ত শুদ্ধাচারসমূহ কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য সুনির্দিষ্ট কাঠামোবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা গ্রহন করতে হবে এবং সুপরিকল্পিতভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। অধস্তন আদালতের কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের যে কোনো দুর্নীতি ও আচরণবিধি লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে দ্রুততার সাথে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

অন্যান্য:

১৭. জাতীয় আইনগত সহায়তার প্রচারণা বিশেষ করে তৃণমূল পর্যায়ে প্রচারণা বৃদ্ধি করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, এক্ষেত্রে উপজেলা ও ইউনিয়ন কমিটিসমূহকে কার্যকর করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ করতে হবে। একইভাবে আইনগত সহায়তা কার্যক্রম গতিশীল করার জন্য প্রতিটি জেলায় লিগাল এইড কর্মকর্তার উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।

পলিসি ব্রিফ প্রসঙ্গে

জাতীয় ও তৃণমূল পর্যায়ে নাগরিকদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সচেতন ও সক্রিয় করা এবং দেশে দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা সৃষ্টির লক্ষ্যে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ১৯৯৬ সাল থেকে বহুবিধ গবেষণা, প্রচারণা, অ্যাডভোকেসি ও জনসম্পৃক্ততামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। জাতীয় পর্যায়ে নিবিড় অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম গ্রহণ এবং স্থানীয় পর্যায়ে বিস্তৃত নাগরিক সম্পৃক্ততার মাধ্যমে 'বিল্ডিং ইন্টেগ্রিটি ব্লকস ফর ইফেক্টিভ চেইঞ্জ' প্রকল্পটি জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে বিদ্যমান নীতি, আইন ও নিয়ম-কানুন কার্যকর প্রয়োগের ক্ষেত্রে ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

টিআইবি এমন এক বাংলাদেশ দেখতে চায় যেখানে সরকার, রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, নাগরিক সমাজ ও সাধারণ মানুষের জীবন হবে দুর্নীতির প্রভাব থেকে মুক্ত। এ লক্ষ্যে নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার অনুঘটনে টিআইবি গবেষণা কার্যক্রম ও তার ভিত্তিতে কার্যকর নীতি প্রণয়নে অ্যাডভোকেসি ও নাগরিক সম্পৃক্ততামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এরই অংশ হিসেবে ধারাবাহিক ও সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ের ওপর টিআইবি পলিসি ব্রিফ প্রণয়ন করে থাকে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

মাইডাস সেন্টার (লেভেল ৪ ও ৫), বাড়ি ০৫, সড়ক ১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন), ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯। ফোন: +৮৮০ ২ ৯১২৪৭৮৮-৮৯, ৯১২৪৭৯২

ফ্যাক্স: +৮৮০ ২ ৯১২৪৯১৫, info@ti-bangladesh.org, www.ti-bangladesh.org, www.facebook.com/TIBangladesh